বিশ্রামদিনের তাৎপর্য

আদিপুস্তক ২ অধ্যায় ১-৩ পদ

আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে আমরা ঈশ্বরকে এই সুন্দর বিশ্ব ভূমণ্ড ল সৃষ্টি করতে দেখেছি। ২ অধ্যায় ১ পদে বলা হয়েছে, "এইভাবে আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি সমাপ্ত হল।" সৃষ্টির ৬দিনের শেষ দিনে ঈশ্বর পৃথিবীতে নিজের প্রতিনিধি করে নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করেন। এত সুন্দর সৃষ্টি ঈশ্বরের গৌরবার্থে উপভোগ করতে এবং তা রক্ষা করতে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করে মানুষ সৃষ্টি করলেন। মানুষ সৃষ্টি করার পর এ কথা খুব সহজেই আশা করা যায় যে, ঈশ্বর তাদের এমন কথা বলবেন, "আদম, এখনও অনেক কাজ বাকি আছে, তোমাকে কৃষিকাজ করতে হবে, এদোন উদ্যান রক্ষা করতে হবে (২.১৫), সমস্ত প্রাণীর নাম রাখতে হবে (২.১৯), তোমাকে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হতে হবে (১.২৮)। . . . সময় নষ্ট করলে চলবে না, এখনই কাজ শুরু কর!"

কিন্তু আমরা সবাই এবাক হতে বাধ্য হই, যখন ২ পদে দেখি যে, এত কাজ এখনও বাকি থাকা সত্ত্বেও "সপ্তম দিনে ঈশ্বর নিজের করা কাজ থেকে নিবৃত্ত হলেন, বিশ্রাম নিলেন।" **"ঈশ্বর বিশ্রাম নিলেন!"** ঈশ্বরের কি বিশ্রামের প্রয়োজন আছে? তিনি কি দিনের ২৪ ঘন্টা কাজ করতে পারেন না? আজ আমরা দেখব, সপ্তম দিনে ঈশ্বরের বিশ্রাম নেবার অর্থ কী? তারপর আমরা দেখব, মানুষের জীবনে এই বিশ্রামদিনের তাৎপর্য কী?

সপ্তম দিনে ঈশ্বরের বিশ্রাম নেওয়ার কারণ সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। তাই, প্রথমে আমরা সেই সমস্ত ভুল ধারণাগুলির সংশোধন করব, তারপর এর সঠিক অর্থ দেখব। (১) অনেকে মনে করেন যে, ৬ দিন ব্যাপি সৃষ্টি কার্যের পরিশ্রম ঈশ্বরকে ক্লান্ত করেছিল, তাই তিনি ৭ম দিনে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা কখনও সত্য নয় যে, আমাদের ঈশ্বর ক্লান্ত হতে পারেন। কারণ, যিশাইয় ৪০.২৮ পদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ***"তুমি কি জ্ঞাত হও নাই? তুমি কি শুন নাই? অনাদি অনন্ত ঈশ্বর, সদাপ্রভু, পৃথিবীর প্রান্ত সকলের সৃষ্টিকর্তা ক্লান্ত হন না, শ্রান্ত হন না; তাঁহার বুদ্ধির অনুসন্ধান করা যায় না।"*** (২) আবার অনেকে মনে করেন যে, ৭ম দিনে বিশ্রাম নেবার অর্থ ঈশ্বর দিবানিদ্রা ভোগ করছিলেন। এমন ধারণাও সঠিক নয়। কারণ বাইবেল পরিষ্কারভাবে আমাদের জানায় যে, **"দেখ, যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক, তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না"** (গীত ১২১.৪)। তিনি সর্বদা আমাদের প্রার্থনা শোনার জন্য জেগে থাকেন। (৩) অনেকে আবার মনে করেন যে, এর অর্থ ঈশ্বর অবকাশ (ছুটি) ভোগ করছিলেন। আমরা যখন ভুল করে ঈশ্বরকে মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনি, তখনই আমরা এমন ভ্রান্ত চিন্তার অধিকারী হই। কারণ, "যিনি ইস্রায়েলের রক্ষক, তিনি ঢুলিয়া পড়েন না, নিদ্রা যান না।" কেবল তাই নয়, যীশু নিজে আরও বলেছেন, **"আমার পিতা এখন পর্যন্ত কাজ করছেন, আমিও করছি"** (যোহন ৫.১৭)। না, ঈশ্বর কখনও আমাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনে বিরত হন না, বা আমাদের সমস্যা দেখে ছুটি নেবার নাম করে পাশ কাটিয়ে যান না, বা আমাদের প্রার্থনার সময় বাইরে থাকেন না। তিনি সর্বদা কাজ করে চলেছেন।

তাহলে, ৭ম দিনে ঈশ্বরের বিশ্রাম নেবার অর্থ কী? ৭ম দিনে বিশ্রাম নেবার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে বিশ্রাম নেন নি; কিন্তু ২ পদ অনুসারে, নিজের সমস্ত সৃষ্টিকার্য থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন। এই বিশ্রাম নেবার কারণ এই নয় যে, তিনি ক্লান্ত হয়েছিলেন, বা তাঁর ছুটির প্রায়োজন ছিল। এই বিশ্রামের কারণ, সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হয়েছিল; তাই তিনি তাঁর সুন্দর সৃষ্টি উপভোগ করতে এই দিনে সমস্ত সৃষ্টিকার্য থেকে বিশ্রাম নিলেন।

ঈশ্বর নিজের প্রয়োজনে বিশ্রাম নেননি। কিন্তু তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট মানুষ আমাদের প্রয়োজনে, ৭ম দিনে সৃষ্টিকার্য থেকে বিশ্রাম নেবার দ্বারা, আমরা আমাদের জীবন কীভাবে যাপন করব, তার মডেল তুলে ধরেছেন। এর দ্বারা তিনি আমাদের উদ্দেশে বলতে চেয়েছেন, "আমি চাই না, তোমরা নিজেদের একেবারে শেষ করে ফেল!

অনুগ্রহ বার্তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

আমি চাই না, তোমাদের জীবন কেবল কাজ, কাজ আর কাজে পূর্ণ হয়। আমি চাই, তোমরা ৭ দিনের সপ্তাহে ১ দিন অন্যান্য দিনের নিয়মিত কাজ থেকে বিশ্রাম নেও, আমাকে অনুসরণ কর!"

৩ পদে আরও বলা হয়েছে, "***ঈশ্বর সেই ৭ম দিনকে আশীর্বাদ করে পবিত্র করলেন, কারণ, সেই দিনে ঈশ্বর নিজের সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিলেন।***" ৭ম দিনকে পবিত্র করার অর্থ, ঈশ্বর ৭ম দিনকে সপ্তাহের অন্যান্য দিন থেকে পৃথক করলেন। যখন অন্যান্য দিন কাজ করার দিন, তখন ৭ম দিন নিয়মিত কাজ থেকে বিশ্রাম নেবার দিন। ঈশ্বর যখন আমাদের জীবনে তাঁর প্রভুত্ব স্থাপন করেন, তখন আমাদের জীবনের বিভিন্ন কাজের দিন-পঞ্জিকা তিনিই নির্ধারিত করেন। তিনি আমাদের প্রয়োজন উপলব্ধি করে সপ্তাহে ১ দিন বিশ্রাম নেবার ব্যবস্থা করেছেন। আমরা যখন আমাদের দেহ ও আত্মাকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে বিশ্রাম দানের মাধ্যমে ঈশ্বরের আশির্বাদে পূর্ণ করি তখন এর অর্থ জীবন ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যা থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়, কিন্তু সেই সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করতে ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শক্তি গ্রহণ করা। বিশ্রাম দিনে আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পরিত্রাতার মুখোমুখি হই ও তাঁকে আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বর বলে স্বীকার করি।

ঈশ্বর আমাদের নিরবচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করার জন্য সৃষ্টি করেননি। তাই, আমরা যদি কোন রকম বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করেই চলি, আমরা কাজের চাপে ভেঙ্গে পড়ি। এর ফলে অসুস্থতা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ঘটতে পারে। কিন্তু, সমস্ত কাজের মধ্যে নিয়মিত বিশ্রাম আমাদের কাজের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন যোগায় ও নতুন উদ্দীপনা যোগায়। তাই, কাজে ফাঁকি দেবার জন্য নয়, কিন্তু আরও ফলপ্রসূ কাজ করতে ঈশ্বর নিজে আমাদের বিশ্রাম নেবার উদাহরণ দিয়েছেন। ঈশপের কাহিনীতে পাওয়া যায়, একবার শিশুদের সঙ্গে খেলা করতে দেখে, একজন ঈশপকে এইভাবে সময় নষ্ট করার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। তখন ঈশপ তাকে বলেছিলেন, "ধনুককে সব সময় টান টান করে বেঁধে রাখলে, ধনুকের শক্তি কমে যায়, শেষে ধনুক ভেঙ্গে যায়। কিন্তু এর টান ঢিলা করে রাখলে ধনুক অনেক দিন চলে।"

মানুষের এই বিশ্রামের প্রয়োজনের কথা উপলব্ধি করে, ঈশ্বর নিজে ৭ম দিনে বিশ্রাম নিয়ে, তাদের কাছে আদর্শ রেখেছিলেন। কিন্তু পাপে পতিত মানুষ যখন ঈশ্বরের আদর্শকে ভুলে গেল, ঈশ্বর তখন তাঁর মনোনীত প্রজাদের ১০ আজ্ঞার ৪র্থ আজ্ঞা হিসাবে মানুষের বিশ্রামের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, ***"তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করে পবিত্র কোরো। ৬দিন শ্রম কোরো, কিন্তু ৭ম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন; সেদিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা, . . . কেহ কোন কাজ কোরো না; কারণ, সদাপ্রভু আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ৬দিনে নির্মাণ করে ৭ম দিনে বিশ্রাম করলেন; এইজন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করলেন, ও পবিত্র করলেন"*** (যাত্রা ২০.৮-১১)। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের ৪০০ বৎসরের অধিক সময় মিসরের নিষ্ঠুর দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে ঈশ্বরের উদ্দেশে বিশ্রামদিন পালন করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, ***"তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে বিশ্রামদিন পালন করিয়া পবিত্র করিও। . . . স্মরণে রেখ, মিসর দেশে তুমি দাস ছিলে, কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বলবান্ হস্ত ও বিস্তারিত বাহু দ্বারা সেখান থেকে তোমাকে বের করে আনলেন; এইজন্য তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু বিশ্রামদিন পালন করতে তোমাকে আজ্ঞা করেছেন"*** (দ্বি. বি. ৫.১২-১৫)।

বর্তমানে অনেক বিশ্বাসীদের দেখা যায়, যারা বিশ্রামদিনকে পবিত্রভাবে পালন করার আজ্ঞাকে পুরাতন নিয়মে পর্ব পালনের আজ্ঞার সঙ্গে তুলনা করেন এবং বর্তমানে এর যৌক্তিকতা অস্বীকার করেন। এদের উদ্দেশে আমরা বলতে চাই যে, বিশ্রামদিন পালনকে কখনও পর্ব পালনের আজ্ঞাসমূহের সঙ্গে এক সঙ্গে দেখলে চলবে না। কারণ, ঐ সমস্ত আজ্ঞা প্রদানের অনেক পূর্বে (সৃষ্টির ৭ম দিনে) ঈশ্বর বিশ্রামদিনকে স্থাপন করেছিলেন। পাপে পতিত হবার পূর্বে আদম তা পালন করতে বাধ্য ছিল। অনেকে আবার এমন ভুল চিন্তা করেন যে, যীশু খ্রীস্ট

তাঁর পার্থিব জীবনে বিশ্রামদিন পালনের আজ্ঞাকে তুচ্ছ করেছেন। বিশ্রামদিনে শিষ্যদের গমের শীষ ভেঙ্গে খেতে দেওয়া বা বিশ্রামদিনে অসুস্থকে সুস্থ করার (মথি ১২.১-১৩; যোহন ৭.২২-২৩) দ্বারা যীশু বিশ্রামদিনকে তুচ্ছ করেছেন। কিন্তু এ কথা কখনও সত্য নয়। যীশু তাঁর পার্থিব জীবনের দ্বারা বিশ্রামদিনের আজ্ঞাকে তুচ্ছ করেননি; কিন্তু বিশ্রামদিন সম্বন্ধে ইহূদী ধর্মীয় নেতাদের তথা ফরীশীদের তৈরী মিথ্যা নিষেধাজ্ঞাসমূহকে তুচ্ছ করেছেন। ফরীশীদের দ্বারা ৪র্থ আজ্ঞার ভুল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যীশু প্রতিবাদ করেছেন। তাই, তিনি পুরাতন নিয়মকে উদ্ধৃত করেই ৪র্থ আজ্ঞার যৌক্তিকতা উল্লেখ করেছেন (লেবীয় ১৪.৪-৯; ১ শমূ ২১.৬)। যীশু ঈশ্বর হওয়ায়, তিনি স্বয়ং বিশ্রামদিনের কর্তা (মথি ১২.৮), তিনি কখনও তাঁর নিজের আজ্ঞাকে তুচ্ছ করতে পারেন না। ফরীশীরা বিশ্রামদিনের প্রতি কর্তব্য পালনে আগ্রহী ছিল;কিন্তু বিশ্রামদিনের কর্তার প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র আগ্রহী ছিল না।

যীশু তাঁর পার্থিব কার্যের দ্বারা বিশ্রামদিনে দয়া বা করুণার কাজ করতে বা জরুরী কাজ করতে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। এই পৃথিবীতে পাপ বা দূর্দশা যদি না আসত, তাহলে, এই সমস্ত করুণা বা জরুরী কাজের প্রয়োজন হত না। ঈশ্বরের বিশ্রামদিন শুরু হয়েছিল সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হবার সময় থেকে; কিন্তু মানুষের পাপ ও দূর্দশার কারণে, তার পাপ থেকে উদ্ধারের প্রয়োজনে ঐ সমস্ত করুণার বা জরুরী কাজকে অনুমোদন করা হয়েছে। খ্রীস্ট বিশ্রামদিনের জন্য করুণা ও জরুরী কাজ সম্পাদন করেছেন, এবং বিশ্রামদিনকে আরও সুরক্ষিত করেছেন (ইব্রীয় ৪.৮-১০)।

৪র্থ আজ্ঞায় আমাদের ৭ম দিনকে পবিত্রভাবে মান্য করতে বলা হয়নি; কিন্তু বিশ্রামদিনকে পবিত্রভাবে মান্য করতে বলা হয়েছে। এর থেকে পরিস্কার যে, ৭ দিনের এক সপ্তাহের মধ্যে ১টি দিনকে বিশ্রামদিন হিসাবে পালন করতে হবে। পুরাতন নিয়মে শুক্রবার সূর্যাস্ত থেকে শনিবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিশ্রামদিন পালন করা হয়েছে। কিন্তু নতুন নিয়মে দেখা যায় যে, প্রেরিতেরা সপ্তাহের প্রথম দিন, খ্রীস্টের পুনরুত্থানকে স্মরণ করে, মিলিত হয়ে প্রার্থনা, আরাধনা ও প্রভুর ভোজের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে (মথি ২৮.১;মার্ক ১৬.২;লুক ২৪.১; যোহন ২০. ১, ১৯; প্রেরিত ২০.৭; ১ করি ১৬.২;প্রকা ১.১০)।

ঈশ্বর আমাদের ভালবেসে, আমাদের প্রয়োজনে বিশ্রামদিন দিয়েছেন। তিনি নিজে এই দিন কীভাবে পালন করতে হবে, তা তিনি নিজের সমস্ত সৃষ্টিকাজ থেকে নিজেকে পৃথক রেখে, আমাদের কাছে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরেছেন। আমরাও অন্যান্য দিনের নিয়মিত কাজ থেকে নিজেদের পৃথক রেখে প্রভুর উদ্দেশে পবিত্ররূপে এই দিনকে পালন করব। এর অর্থ কেবল ঘুমিয়ে সময় কাটান নয় বা নিজেদের পছন্দের কাজ করে অবসর কাটান নয়; কিন্তু, অন্যান্য দিনের জীবিকা বা বিনোদন সম্পর্কিত নিয়মিত কাজ থেকে বিশ্রাম গ্রহণ এবং কেবল ঈশ্বর আরাধনা ও বাইবেল অধ্যয়নের মাধ্যমে নতুন সপ্তাহের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, শক্তি ও অনুগ্রহ লাভ করা। কিংবা এই দিনকে পবিত্ররূপে পালন করার অর্থ, এমনও নয় যে, কেবল এই দিন পাপ করব না, কিন্তু সপ্তাহের অন্যান্য দিন ইচ্ছেমত পাপ করব। তা নয়, কিন্তু এই দিনের উপযোগী, ঈশ্বরের গৌরব করে, এমন কাজ বেশি করে করব। অবশ্য, সতর্ক থাকার প্রয়োজন আছে, এই দিনের উপযোগী দয়া, করুণা বা কাজ যেন কখনও এত বেশি না হয়ে যায় যে, ঈশ্বর আরাধনার মাধ্যমে ঐশ্বরিক শক্তি লাভকে তুচ্ছ করি। প্রতি সপ্তাহে যদি মেষ গর্তে পড়ে, তাহলে, সে যাতে গর্তে না পড়ে, তার ব্যবস্থা নিতে হবে।